দৈনিক ইনকিলাব

14

তারিখ 2 8 JAN 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ শিক্ষা ক্ষেত্রে জীর্ণদশা

সুনামগঞ্জ, ২৭ ডিসেম্বর (সংবাদদাতা)।— সরকারের প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ কর্মসূচীর অধীনে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি সুনামগঞ্জ জেলার ১০টি উপজেলার মোট ২০টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের প্রস্তাব করেছেন। এ তালিকায় প্রতি উপজেলা হতে ২টি করে রেজিষ্ট্রিকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নেয়া হয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, প্রস্তাবিত বিদ্যালয়গুলো হচ্ছেঃ সদর উপজেলার আসামমুড়া ও মনোহরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছাতক উপজেলার পীরপুর ও শান্তিয়ারগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়, দোয়ারা বাজার উপজেলার হকনগর ও মঠগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়, জামালগঞ্জ উপজেলার শেরমস্তপুর ও সুজাতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, তাহিরপুর উপজেলার সাধেরখলা ও মাহতারপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধরমপাশা উপজেলার মাসুদনগর ও দুলাশিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার পুরানগাঁও ও বাহাদুরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, দিরাই উপজেলার রাজাপুর ও মাহতাবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, শাল্লা উপজেলার নারায়ণপুর ও কার্তিকপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং জগন্নাথপুর উপজেলার আওদাত, পূর্ব বুধরাইল, আটঘর ও আব্দুল কাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়।

বোয়ালখালী

বোয়ালখালী (চট্টগ্রাম), ২৭ জানুয়ারী।— চট্টগ্রাম জেলার প্রায় ৮-কি,মি, দূরে বোয়ালখালী উপজেলা অবস্থিত। এ উপজেলায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৬টি। এর মধ্যে ৮৫টি সরকারী, ৭টি বেসরকারী এবং বাকী ৪টি রেজিষ্ট্রার্ড। ১৯৮৫ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী এ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৬,৪৮১ জন।

বর্তমান সরকার দীর্ঘকাল পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষায়তনের উন্নয়ন যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করলেও দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বিরাজমান সমস্যার উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে রয়েছে সংস্কার, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং পর্যাপ্ত শিক্ষক।

সংস্কারের অভাবঃ এ উপজেলার বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ের আশু সংস্কার প্রয়োজন, তার মধ্যে আছে কধুরখাল গ্রামের মধ্যে কধুরখাল নিম্ন মাধ্যমিক সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, যে কোন মুহূর্তে বিদ্যালয়টির ছাদ ধসে যেতে পারে।

একইভাবে সংস্কার সমস্যায় জর্জরিত পোপাদিয়া ইউনিয়নের মধুরখাল উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা ছাদ ধসে যাওয়ার ভয়ে ৪/৫ মাস পর্যন্ত সকাল সাতটা হতে ৯টা পর্যন্ত কধুরখাল উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে ক্লাস করছে।

চন্দনাইশ

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) থেকে সংবাদদাতা জানান, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাব এবং দীর্ঘ দিন ধরে মেরামত ও সংস্কার না করায় চন্দনাইশ উপজেলার ৬২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

বর্তমান উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত কয়েকটি প্রাইমারী স্কুল যে কোন সময় ধসে পড়তে পারে।

হাশিমপুর ছৈয়দাবাদ প্রাইমারী স্কুলের অবস্থা অন্যন্ত করুণ।

অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বসার টুল, চেয়ার, টেবিল, ব্লাকবোর্ড, দরজা, জানালা ইত্যাদি কিছুই নেই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দাঁড়িয়ে কিংবা মাটিতে বসে ক্লাস করতে হয়। শিক্ষকের সংখ্যাও দুই কিংবা তিন জন।